যুগান্তর

তারিখ 18 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

৪৬ কলাম

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিপাকে

চট্টগ্রামে ভুলে ভরা বোর্ডের বই

চট্টগ্রাম ব্যুরো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যবই ভুলে ভরা। দেখা গেছে, এক বইয়ের ফর্মা অন্য বইয়ে, জুড়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনেক বইয়ে নেই নির্ধারিত পৃষ্ঠা। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ও ইসলাম ধর্মের অধিকাংশ পাঠ্যবই-ই ভুলে ভরা। চট্টগ্রামে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ভুলে ভরা এসব পাঠ্যবই বিক্রি করা হচ্ছে। বোর্ডের নির্ধারিত দামে এসব বই ক্রয় করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতারিত এবং হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এসব বই বিক্রি করে বিক্রেতারাও বিপাকে পড়ছেন। ভুলে ভরা এসব বই নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা উভয় বিপাকে পড়লেও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কোন মাথাব্যথা নেই। চট্টগ্রামের বৃহৎ বইয়ের বাজার নগরীর আন্দরকিল্লা। সেখানে ছোট-বড় ৪ শতাধিক লাইব্রেরি রয়েছে। এর মধ্যে দেড় শতাধিক রয়েছে পাইকারি বিক্রেতা। সরেজমিন আন্দরকিল্লার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখা গেছে, চলতি বছরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ে অসংখ্য ভুল। সপ্তম শ্রেণীর 'ইংলিশ ফর টুডে' বইয়ে ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৪৮ পৃষ্ঠা নেই। নবম-দশম শ্রেণীর ইংলিশ গ্রামার এন্ড কম্পোজিশনে ইউনিট ১-এর ৬ পৃষ্ঠার পরিবর্তে আছে নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক উচ্চ বীজগণিতের প্রথম অধ্যায়ের সেট ফর্মার ৮ পৃষ্ঠা। অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের ১১৩ থেকে ১২৪ পৃষ্ঠা নেই। অষ্টম শ্রেণীর নিম্নমাধ্যমিক গণিত বইয়ে ৪১ থেকে ৪৮ পৃষ্ঠা নেই। নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম বইয়ে গণিতের ফর্মা সংযুক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, গত দু'মাস আগে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই বাজারে আসে। এসব পাঠ্যবইয়ের বাংলা ও ইংরেজি প্রথমপত্র ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী, নবম শ্রেণীর ইংরেজি ২য়পত্র, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের অধিকাংশ পাঠ্যবই-ই এবার ভুলে ভরা। বিক্রেতারা জানায়, অন্য বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার এসব বইয়ে ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি। নির্ধারিত দামে এসব বই কিনে আবার পৃষ্ঠা না থাকাতে অন্য বই থেকে ফটোকপি করছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে বই কিনে নিয়ে আসার পর, বইয়ে পৃষ্ঠা না থাকায় অনেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী আবার লাইব্রেরিতে ছুটে যাচ্ছে। বিক্রীত এসব বই পাল্টে দেয়া নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আন্দরকিল্লার এমদাদিয়া লাইব্রেরির কর্মকর্তারা যুগান্তরকে জানান, বিক্রীত পাঠ্যবইয়ে নানা অভিযোগ নিয়ে প্রতিদিনই অনেক ক্রেতা ছুটে আসছেন। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা, অনতিবিলম্বে ভুলে ভরা এসব পাঠ্যবই নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।